কুরবানী গাইডলাইন

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ

কুরবানী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত। ইসলামের অন্যতম শিআর তথা মৌলিক নিদর্শন। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ، لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

(কুরবানীর) উট (ও অন্যান্য পশু)-কে তোমাদের জন্য আল্লাহর 'শাআইর' (নিদর্শনাবলী)-এর অন্তর্ভুক্ত করেছি। তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে কল্যাণ। সুতরাং যখন তা সারিবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়ানো থাকে, তোমরা তার উপর আল্লাহর নাম নাও। তারপর যখন (জবাই হয়ে যাওয়ার পর) তা কাত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়, তখন তার গোশত থেকে নিজেরা খাও এবং ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকেও খাওয়াও, এবং তাকেও, যে নিজ অভাব প্রকাশ করে। এভাবেই আমি এসব পশুকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।
[সূরা হজ: ৩৬]

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، لَا شَرِيْكَ لَه وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ.

আপনি বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কোনো শরীক

নেই। আমি এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলিমদের একজন।
[সূরা আনআম: ১৬২-১৬৩]

কুরবানী এমন একটি ইবাদত যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরতের পর যখন থেকে কুরবানী করা শুরু করেন, তারপর থেকে আর কখনো বাদ দেননি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার দশ বছরের প্রতি বছরই কুরবানী করেছেন।
[জামে তিরমিযী: ১৫০৭]

যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের অনেক ফযীলতের কথা হাদীস শরীফে আছে। যিলহজের নবম তারিখের রোযার ফযীলত সম্পর্কে বলা হয়েছে, আগের এক বছর ও পরের এক বছরের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।
[সহীহ মুসলিম: ১১৬২]

কিন্তু যিলহজের দশম তারিখ বা ইয়াওমুন নাহর সম্পর্কে বলা হয়েছে- এই দিনটিতে কুরবানী করার চেয়ে উত্তম আমল আর নেই। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কুরবানীর দিনের আমলসমূহের মধ্যে আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হল পশু কুরবানী করা। কিয়ামতের দিন এই কুরবানীর পশুকে তার শিং, পশম ও ক্ষুরসহ উপস্থিত করা হবে। আর কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহ তাআলার নিকট কবুল হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে কুরবানী কর।
[জামে তিরমিযী: ১৪৯৩]

আমল কবুল হওয়ার দুটি শর্ত

১ ইখলাস ও নিয়ত

২ শরীয়ত সম্মত হওয়া

এক. ইখলাস এবং নিয়ত

ইখলাস মানে যে কোন আমল একমাত্র আল্লাহর জন্য করা। লোক দেখানোর জন্য না করা। কুরবানীর ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য, কারণ এখানে মানুষকে দেখানোর প্রতিযোগিতা বেশি। তাছাড়া কুরবানীর সারকথা হল, একটি প্রাণী আল্লাহর নামে, কেবল আল্লাহর জন্যে জবাই করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنكُمْ.

কুরবানীর গোশত এবং রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না। তাঁর কাছে পৌঁছে কেবল তোমাদের তাকওয়া।
[সূরা হজ: ৩৭]

দুই. শরীয়ত সম্মত হওয়া

আমল কবুল হওয়ার ২য় শর্ত হল শরীয়ত মোতাবেক মাসআলা অনুযায়ী সম্পাদন করা। শরীয়ত যেভাবে বলেছে সেভাবে আদায় করা।

এ গাইডলাইনে কুরবানী সংক্রান্ত শরীয়তের বিধি-বিধান এবং মাসায়েল সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে এবং কিছু দিক নির্দেশনা দেয়া হবে। এর বাইরে কোন প্রশ্ন থাকলে বা সমস্যা হলে নির্ভরযোগ্য মুফতি সাহেবদের শরণাপন্ন হোন।

কুরবানী একটি ওয়াজিব ইবাদত

নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক প্রত্যেক প্রাপ্ত-বয়স্ক নারী-পুরুষের উপর কুরবানী করা ওয়াজিব।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কুরবানী করার সামর্থ্য রাখে কিন্তু কুরবানী করে না সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে।
[মুসতাদরাকে হাকিম: ৭৫৬৫]

জুনদুব ইবনু সুফয়ান রা. বলেন, একবার কিছু লোক ঈদের সালাতের আগেই কুরবানী করে ফেলে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সালাতের আগে কুরবানী করেছে সে যেন আরেকটি কুরবানী করে।
[সহীহ বুখারী: ৫৫০০]

আল্লামা ইবনু তাইমিয়া রহ. বলেন, কুরবানী করা স্পষ্টত আবশ্যক। যারা ওয়াজিব বলেন না তাদের পক্ষে কুরআন, হাদীসের স্পষ্ট কোন নস (দলিল) নেই।
[মাজমূউল ফাতাওয়া: ২৩/১৬৩]

কার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব?

কুরবানীর আগ্রহ সব মুসলিমের অন্তরেই আছে এবং থাকা উচিৎ। কিন্তু সবার উপর তা ওয়াজিব নয়। যারা সামর্থ্যবান অর্থাৎ নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক কেবল তাদের উপর কুরবানী করা আবশ্যক। অন্যদের উপর আবশ্যক নয়। তবে নফল হিসেবে যে কেউ কুরবানী করতে পারবেন।

কোন ব্যক্তি প্রয়োজন অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে কুরবানী করা ওয়াজিব। টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা, অলঙ্কার, বর্তমানে বসবাস ও খাবারের প্রয়োজনে আসে না এমন জমি, প্রয়োজন অতিরিক্ত বাড়ি, ব্যবসায়িক পণ্য ও অপ্রয়োজনীয় আসবাবপত্র কুরবানীর নিসাবের ক্ষেত্রে হিসাবযোগ্য। সাদাকাতুল ফিতরের নিসাবের হিসাব যেভাবে করা হয় কুরবানীর নিসাবের হিসাবও সেভাবেই করতে হবে।

নিসাব

স্বর্ণের নিসাব অর্থাৎ যার কাছে শুধু স্বর্ণ আছে সাড়ে সাত ভরি (তোলা) = ৮৭.৪৮ গ্রাম বা তার চেয়ে বেশি।

রূপার ক্ষেত্রে
সাড়ে বায়ান্ন ভরি (তোলা) = ৬১২.৩৬ গ্রাম বা তার চেয়ে বেশি।

টাকা-পয়সা ও অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে নিসাব হল সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের সমপরিমাণ হওয়া।

সোনা, রূপা কিংবা টাকা-পয়সা যদি পৃথকভাবে নিসাব পরিমাণ না থাকে কিন্তু প্রয়োজন অতিরিক্ত একাধিক বস্তু মিলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের সমপরিমাণ হয়ে যায়, তাহলেও তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব। যেমন কারো কাছে কিছু স্বর্ণ ও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জমা টাকা আছে, যা সর্বমোট সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের সমান হয় তাহলে তার উপরও কুরবানী ওয়াজিব।

যেমন ধরুন সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপার মূল্য প্রায় ৫০ হাজার টাকা। আপনি যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ৫০ হাজার টাকা বা তার বেশি সম্পদের মালিক হন তাহলে আপনার উপর কুরবানী আবশ্যক হয়ে যাবে।

১. যাকাত এবং কুরবানীর নিসাবের পার্থক্য

যাকাত এবং কুরবানীর নিসাবের পরিমাণ একই। তবে যাকাত ফরয হয় সাধারণত টাকা-পয়সা, স্বর্ণ, রূপা ও ব্যবসায়িক পণ্য; এই চার প্রকার সম্পদে এবং এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর তা আদায় করা ফরয হয়। কিন্তু কুরবানীর নিসাবে প্রয়োজন অতিরিক্ত সব ধরণের সম্পদই হিসাবযোগ্য এবং এক বছর অতিবাহিত হওয়াও শর্ত নয়। বরং কুরবানীর তিন দিন থাকলে এমনকি যিলহজ মাসের ১২ তারিখ সূর্যাস্তের কিছু আগে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলেও কুরবানী ওয়াজিব হবে।
[বাদায়েউস সানায়ে: ৪/১৯৬]

২. এক পরিবারের একাধিক ব্যক্তি উপযুক্ত থাকলে

একান্নভুক্ত পরিবারে একাধিক ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে তাদের প্রত্যেকের উপর কুরবানী ওয়াজিব। তাদের প্রত্যেককেই কুরবানী করতে হবে। একটি কুরবানী সকলের জন্য যথেষ্ট হবে না। প্রত্যেকে একটি ছাগল বা গরুর সাত ভাগের একভাগ দিয়ে কুরবানী করলেই হয়ে যাবে।
[শরহু মাআনিল আসার: ৬২৩০]

৩. নাবালেগ শিশুর কুরবানী

নাবালেগ শিশু-কিশোর নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলেও তাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। অবশ্য অভিভাবক নিজ সম্পদ দ্বারা তাদের পক্ষ থেকে নফল কুরবানী করতে পারবেন।

৪. পাগলের কুরবানী

যে ব্যক্তি পাগল বা সুস্থমস্তিষ্কসম্পন্ন নয়, নিসাবের মালিক হলেও তার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। অভিভাবক নিজ সম্পদ দ্বারা তার পক্ষ থেকেও নফল কুরবানী করতে পারবেন।
[বাদায়েউস সানায়ে: ৪/১৯৬]

৫. মুসাফিরের কুরবানী

যে ব্যক্তি কুরবানীর দিনগুলোতে মুসাফির থাকবে (অর্থাৎ ৪৮ মাইল বা প্রায় ৭৮ কিলোমিটার দূরে যাওয়ার নিয়তে নিজ এলাকা ত্যাগ করেছে) তার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়।
[বাদায়েউস সানায়ে: ৪/১৯৫]

৬. হাজীদের জন্য ঈদুল আযহার কুরবানী

যারা ১০ যিলহজের ফজর থেকে ১২ যিলহজের সূর্যাস্ত পর্যন্ত মুসাফির থাকবেন তাদের উপর ঈদুল আযহার কুরবানী করা ওয়াজিব হবে না। তবে এসময় যারা মুকিম থাকবেন এবং নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবেন তাদেরকে হজের কুরবানী ছাড়াও ঈদুল আযহার উদ্দেশ্যে ভিন্ন কুরবানী করতে হবে। অবশ্য এই কুরবানী মক্কায় হেরেম এলাকায় করা জরুরী নয়। যে কোন স্থানে করা যাবে।
[কিতাবুল আসল: ৫/৪১১, রদ্দুল মুহতার: ২/৫১৫]

৭. কুরবানীর শেষ সময়ে মুকীম হলে

কুরবানীর সময়ের প্রথম দিকে মুসাফির থাকার পরে ৩য় দিন কুরবানীর সময় শেষ হওয়ার পূর্বে মুকীম হয়ে গেলে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে প্রথম দিকে মুকীম ছিল অতপর তৃতীয় দিনে মুসাফির হয়ে গেছে, এক্ষেত্রে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব থাকবে না। অর্থাৎ সে কুরবানী না দিলে গুনাহগার হবে না।
[বাদায়েউস সানায়ে: ৪/১৯৬]

৮. ঋণ করে কুরবানী করা

কেউ যদি ঋণ করে কুরবানী করে তাহলে কুরবানী আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই সুদের উপর ঋণ নিয়ে কুরবানী করা যাবে না।

৯. বিদেশে অবস্থানরত ব্যক্তির কুরবানী অন্যত্রে আদায় করা

বিদেশে অবস্থানরত ব্যক্তি নিজ দেশে বা অন্য যে কোনো স্থানে কুরবানী করতে পারবেন।

যে ব্যক্তি কুরবানীর নিয়ত করবে সে যিলহজ মাস শুরু হওয়ার আগেই চুল, নখ এবং সব অবাঞ্ছিত পশম কেটে ফেলবে। এরপর ১ম যিলহজ থেকে ১০ ম যিলহজ পশু কুরবানী করার আগ পর্যন্ত চুল, নখ এবং শরীরের কোন পশম কাটবে না। এটি একটি মুস্তাহাব আমল। কোন ব্যক্তি যদি যিলহজ মাস শুরু হওয়ার আগে চুল, নখ কাটতে না পারে তাহলে সে কেটে ফেলবে। নতুবা অনেক লম্বা হয়ে যাবে, যা সুন্নাহ পরিপন্থী।

উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কুরবানী করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি যেন যিলহজের প্রথম দিন থেকে নখ ও চুল না কাটে।
[সহীহ মুসলিম: ১৯৭৭]

যে ব্যক্তি কুরবানী করার সামর্থ্য রাখে না সেও এই আমল করবে। এই আমলের ফযীলতের বিষয়ে একটি হাদীস আছে।
আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমাকে কুরবানীর দিনে ঈদ (পালনের) আদেশ করা হয়েছে, যা আল্লাহ এ উম্মতের জন্য নির্ধারণ করেছেন। এক সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে যদি শুধু পুত্রের দেয়া একটি দুধের পশু থাকে, আমি কি তা-ই কুরবানী করব? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, তবে তুমি চুল, নখ ও মোঁচ কাটবে এবং নাভীর নিচের পশম পরিষ্কার করবে। এটাই আল্লাহর দরবারে তোমার পূর্ণ কুরবানী বলে গণ্য হবে।
[সুনানে আবু দাউদ: ২৭৮৯]

১. মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী

মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী করা জায়েয। মৃত ব্যক্তি যদি ওসিয়ত না করে থাকেন তবে সেটি নফল কুরবানী হিসেবে গণ্য হবে। মূলত এটি ইসালে সাওয়াব। এতে এক বা একাধিক মৃত ব্যক্তির নিয়তও করতে পারবে। কুরবানীর স্বাভাবিক গোশতের মতো তা নিজেরাও খেতে পারবে এবং আত্মীয়-স্বজনকেও খাওয়াতে পারবে। আর যদি মৃত ব্যক্তি কুরবানীর অসিয়ত করে গিয়ে থাকেন তবে এর গোশত নিজেরা খেতে পারবে না। গরীব-মিসকীনদেরকে সাদাকা করে দিতে হবে। [মুসনাদে আহমদ: ৮৪৩, রদ্দুল মুহতার: ৬/৩২৬]

ইবনু তাইমিয়া রহ. বলেন, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে যেভাবে হজ করা জায়েয, তদ্রূপ তার পক্ষ থেকে কুরবানী করাও জায়েয। [মাজমূউল ফাতাওয়া: ২৬/৩০৬]

২. জীবিত ব্যক্তির নামে কুরবানী

যেমনিভাবে মৃতের পক্ষ থেকে ইসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরবানী করা জায়েয তদ্রূপ জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার ইসালে সাওয়াবের জন্য নফল কুরবানী করা জায়েয। এ কুরবানীর গোশত কুরবানীদাতা ও তার পরিবারও খেতে পারবে। [রদ্দুল মুহতার: ৬/৩২৬]

৩. অন্য কারো ওয়াজিব কুরবানী

অন্য কারো ওয়াজিব কুরবানী আদায় করতে চাইলে সেই ব্যক্তির অনুমতি নিতে হবে। নতুবা ঐ ব্যক্তির কুরবানী আদায় হবে না। অবশ্য স্বামী বা পিতা যদি স্ত্রী বা সন্তানের বিনা অনুমতিতে তার পক্ষ থেকে কুরবানী করে তাহলে প্রচলনের কারণে তাদের কুরবানী আদায় হয়ে যাবে। তবে অনুমতি নিয়ে আদায় করা ভালো। [বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২১১]

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে কুরবানী

সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে কুরবানী করা উত্তম। এটি বড় সৌভাগ্যের বিষয়ও বটে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার পক্ষ থেকে কুরবানী করার অসিয়ত করেছিলেন। তাই তিনি প্রতি বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে কুরবানী দিতেন। [সুনানে আবু দাউদ: ২৭৯০, জামে তিরমিযী: ১৪৯৫]
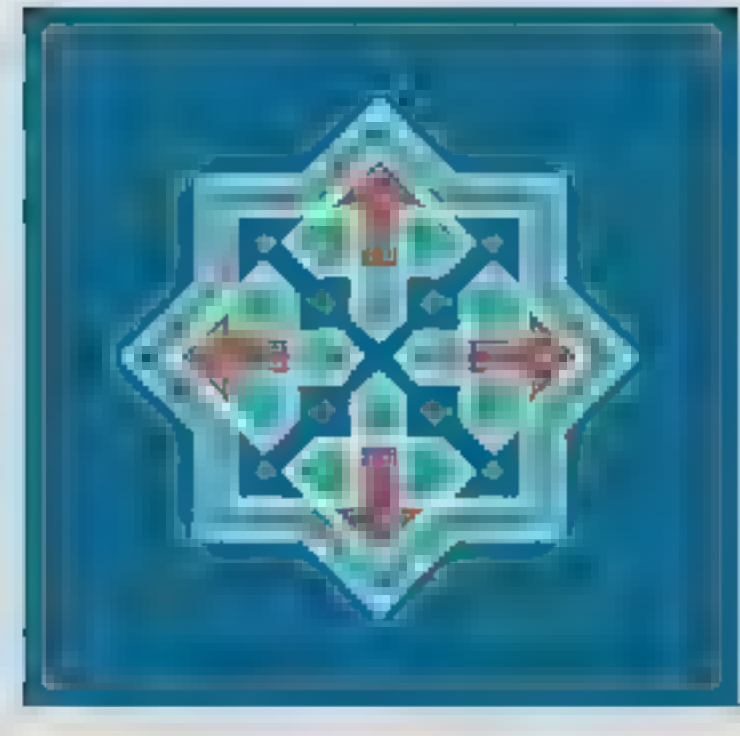
কুরবানী একাকী করা যায় আবার একাধিক ব্যক্তি মিলেও করা যায়। ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা দ্বারা শুধু একজনই কুরবানী দিতে পারবে। একটি ছাগল, ভেড়া, দুম্বা দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মিলে কুরবানী করলে কারোটাই সহীহ হবে না। [শরহু মাআনিল আসার: ৬২৩০]

উট, গরু, মহিষে সর্বোচ্চ সাত জন শরীক হতে পারবে। সাতের অধিক শরীক হলে কারো কুরবানী সহীহ হবে না। [সহীহ মুসলিম: ১৩১৮, মুয়াত্তা মালেক: ৩১৩২, শরহু মাআনিল আসার: ৬২৩১-৬২৩৪, বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২০৭-২০৮]

সংশ্লিষ্ট মাসআলা

১. সাত শরীকের কুরবানী

সাতজনে মিলে কুরবানী করলে সবার অংশ সমান হতে হবে। কারো অংশ এক সপ্তমাংশের কম হলে কারো কুরবানী সহীহ হবে না। [বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২০৭]

উট, গরু, মহিষ সাত ভাগে এবং সাতের কমে যেকোনো সংখ্যা যেমন দুই, তিন, চার, পাঁচ ও ছয় ভাগে কুরবানী করা জায়েয। [সহীহ মুসলিম: ১৩১৮, বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২০৭]

২. ভুল নিয়ত বা হারাম টাকার মিশ্রণ ঘটলে

শরীকানা কুরবানীর ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, কার সাথে আপনি শরীকানা কুরবানী দিবেন। এক্ষেত্রে দুইটি বিষয় লক্ষণীয়।

• হালাল অর্থ দ্বারা কুরবানী করা জরুরী। কোন শরীক যদি কুরবানীর মূল্য হারাম টাকা দ্বারা পরিশোধ করে তবে তার কুরবানী সহীহ হবে না এবং জেনেশুনে এমন কাউকে শরীক বানানো যাবে না।

• প্রত্যেক শরীকের কুরবানী বা আকীকা ইত্যাদি ইবাদতের নিয়ত থাকতে হবে। যদি কেউ শুধু গোশত খাওয়ার নিয়তে শরীক হয় তাহলে কারো কুরবানী সহীহ হবে না।

তাই শরীকানা কুরবানীর ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিৎ। [বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২০৮, ফাতাওয়া খানিয়া: ৩/৩৪৯]

৩. কোনো শরীকের মৃত্যু ঘটলে

কয়েকজন মিলে কুরবানী করার ক্ষেত্রে জবাইয়ের আগে কোনো শরীকের মৃত্যু হলে তার ওয়ারিসরা যদি মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী করার অনুমতি দেয় তবে তা জায়েয হবে। নতুবা ওই শরীকের টাকা ফেরত দিতে হবে। সেক্ষেত্রে তার স্থলে অন্যকে শরীক করা যাবে। [বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২০৯, আদ্দুররুল মুখতার: ৬/৩২৬, ফাতাওয়া কাযীখান: ৩/৩৫১]

৪. পশু কিনার পর শরীক করতে চাইলে

কোন ধনী ব্যক্তি (যার উপর কুরবানী ওয়াজিব) যদি গরু, মহিষ বা উট একা কুরবানী দেওয়ার নিয়তে কিনে তাহলে তার জন্য এ পশুতে অন্যকে শরীক করা জায়েয। তবে এতে কাউকে শরীক না করে একা কুরবানী করাই উত্তম। শরীক করলে সে টাকা সাদাকা করে দেয়া উত্তম।

উল্লেখ্য, কুরবানীর পশুতে কাউকে শরীক করতে চাইলে পশু কিনার সময়ই নিয়ত করে নেয়া উত্তম। [ফাতাওয়া কাযীখান: ৩/৩৫০-৩৫১, বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২১০]

৫. শরীকানা কুরবানীর গোশত বণ্টন

শরীকানা কুরবানী করলে ওজন করে গোশত বণ্টন করতে হবে। অনুমান করে গোশত বণ্টন করা জায়েয নয়। [আদ্দুররুল মুখতার: ৬/৩১৭, ফাতাওয়া কাযীখান: ৩/৩৫১]
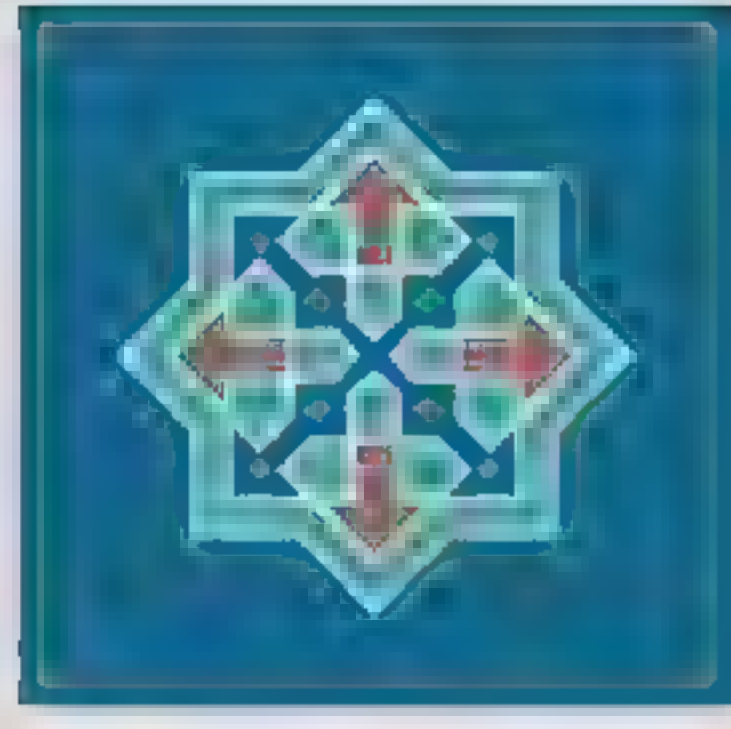
উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা দ্বারা কুরবানী করা জায়েয। এসব গৃহপালিত পশু ছাড়া অন্যান্য পশু দ্বারা কুরবানী করা জায়েজ নয়। [ফাতাওয়া কাযীখান: ৩/৩৪৮, বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২০৫]

পশুর বয়স

উট কমপক্ষে ৫ বছরের হতে হবে। গরু ও মহিষ কমপক্ষে ২ বছরের হতে হবে। আর ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা কমপক্ষে ১ বছরের হতে হবে। তবে ভেড়া ও দুম্বা যদি ১ বছরের কিছু কমও হয়, কিন্তু এমন হৃষ্টপুষ্ট হয় যে, দেখতে ১ বছরের মতো মনে হয় তাহলে তা দ্বারাও কুরবানী করা জায়েয। অবশ্য এক্ষেত্রে কমপক্ষে ৬ মাস বয়সের হতে হবে। উল্লেখ্য, ছাগলের বয়স ১ বছরের কম হলে কোনো অবস্থাতেই তা দ্বারা কুরবানী জায়েয হবে না। [বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২০৫-২০৬]

পশুর বয়সের ব্যাপারে বিক্রেতার কথা

যদি বিক্রেতা কুরবানীর পশুর বয়স পূর্ণ হয়েছে বলে জানায় আর পশুর শরীরের অবস্থা দেখেও তাই মনে হয় তাহলে বিক্রেতার কথার উপর নির্ভর করে পশু কেনা এবং তা দ্বারা কুরবানী করা যাবে। [আহকামে ঈদুল আযহা, মুফতী শফী রাহ., পৃষ্ঠা: ৫]

সংশ্লিষ্ট মাসআলা

১. নর ও মাদা পশুর কুরবানী

যেসব পশু কুরবানী করা জায়েয সেগুলোর নর ও মাদা দুটোই কুরবানী করা জায়েয। [বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২০৫]

২. কেমন পশু কুরবানী করা উত্তম

কুরবানীর ক্ষেত্রে এমন পশু নির্বাচন করা উত্তম যা একটু হৃষ্টপুষ্ট। [মুসনাদে আহমদ: ২৫০৪৬, বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২২৩]

৩. গর্ভবতী পশুর কুরবানী
গর্ভবতী পশু কুরবানী করা জায়েয। তবে প্রসবের সময় আসন্ন হলে সে পশু কুরবানী করা মাকরূহ। [ফাতাওয়া কাযীখান: ৩/৩৫০]

৪. বন্ধ্যা পশুর কুরবানী
বন্ধ্যা পশু কুরবানী করা জায়েয। [রদ্দুল মুহতার: ৬/৩২৫]

৫. পাগল পশুর কুরবানী
পাগল পশু কুরবানী করা জায়েয। তবে যদি এমন পাগল হয় যে, ঘাস, পানি খায় না এবং মাঠেও চরে না, তাহলে সেটি কুরবানী করা জায়েয হবে না। [ইলাউস সুনান: ১৭/২৫২, বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২১৬]

দুইটি গুরত্বপূর্ণ বিষয়

• পশু কেনার পর দোষ দেখা দিলে

কুরবানীর নিয়তে ভালো পশু কেনার পর যদি তাতে এমন কোনো দোষ দেখা দেয়, যে কারণে কুরবানী জায়েয হয় না, তাহলে ওই পশু দ্বারা কুরবানী করা সহীহ হবে না। এর স্থলে আরেকটি পশু কুরবানী করতে হবে। তবে কুরবানীদাতা গরীব হলে ত্রুটিযুক্ত পশু দ্বারাই কুরবানী করতে পারবে। [বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২১৬, রদ্দুল মুহতার: ৬/৩২৫]

• কুরবানীর পশু চুরি হয়ে গেলে বা মরে গেলে

কুরবানীর পশু যদি চুরি হয়ে যায় বা মরে যায় আর কুরবানীদাতার উপর পূর্ব থেকে কুরবানী ওয়াজিব থাকে তাহলে আরেকটি পশু কুরবানী করতে হবে। গরীব হলে (যার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়) তার জন্য আরেকটি পশু কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। [বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২১৬, খুলাসাতুল ফাতাওয়া: ৪/৩১৯]
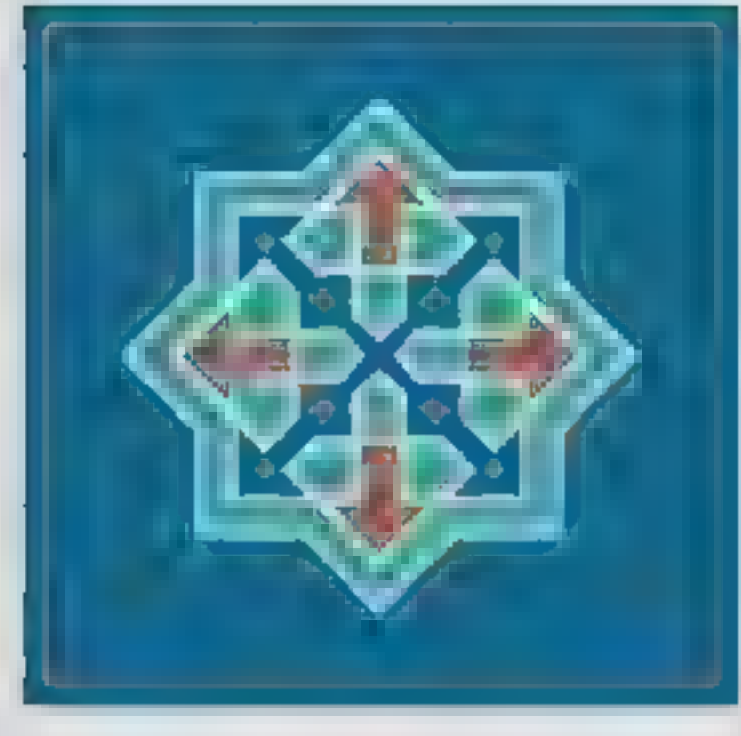
উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা ছাড়া অন্যান্য পশু যেমন হরিণ, বন্যগরু ইত্যাদি দ্বারা কুরবানী করা জায়েয নয়। তদ্রূপ হাঁস, মুরগি বা কোন পাখি দ্বারাও কুরবানী জায়েয নয় [ফাতাওয়া কাযীখান: ৩/৩৪৮, বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২০৫]

সংশ্লিষ্ট মাসআলা

১. কুরবানীর দিনগুলোতে হাঁস, মুরগি জবাই করা

কুরবানীর দিনগুলোতে হাঁস, মুরগি জবাই করা জায়েয। তবে কুরবানীর নিয়তে করা যাবে না। [খুলাসাতুল ফাতাওয়া: ৪/৩১৪, আদ্দুররুল মুখতার: ৬/৩১৩]

২. রুগ্ন ও দুর্বল পশুর কুরবানী

এমন শুকনো দুর্বল পশু, যা জবাইয়ের স্থান পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারে না, তা দ্বারা কুরবানী করা জায়েয নয়। [জামে তিরমিযী: ১৪৯৭, বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২১৪]

৩. দাঁত নেই এমন পশুর কুরবানী

যে পশুর একটি দাঁতও নেই বা এত বেশি দাঁত পড়ে গেছে যে, ঘাস বা খাদ্য চিবাতে পারে না এমন পশু দ্বারা কুরবানী করা জায়েয নয়। [বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২১৫]

৪. যে পশুর শিং ভেঙ্গে বা ফেটে গেছে

যে পশুর শিং একেবারে গোড়া থেকে ভেঙ্গে গেছে, যে কারণে মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সে পশুর কুরবানী জায়েয নয়। পক্ষান্তরে যে পশুর অর্ধেক শিং বা কিছু শিং ফেটে বা ভেঙ্গে গেছে বা শিং একেবারে উঠেইনি সে পশু কুরবানী করা জায়েয। [জামে তিরমিযী: ১৪৯৭, সুনানে আবু দাউদ: ২৮০২, বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২১৬]

৫. কান বা লেজ কাটা পশুর কুরবানী

যে পশুর লেজ বা কোনো কান অর্ধেক বা তারও বেশি কাটা সে পশু দ্বারা কুরবানী জায়েয নয়। আর যদি অর্ধেকের বেশি থাকে তাহলে তার কুরবানী জায়েয। তবে জন্মগতভাবেই যদি কান ছোট হয় তাহলে অসুবিধা নেই। [জামে তিরমিযী: ১৪৯৮, ফাতাওয়া কাযীখান: ৩/৩৫২]

৬. অন্ধ পশুর কুরবানী

যে পশুর দুটি চোখই অন্ধ বা এক চোখ পুরো নষ্ট সে পশু কুরবানী করা জায়েয নয়। [জামে তিরমিযী: ১৪৯৮, ফাতাওয়া কাযীখান: ৩/৩৫২, বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২১৪]

৭. খোঁড়া পশুর কুরবানী

যে পশু তিন পায়ে চলে, এক পা মাটিতে রাখতে পারে না বা ভর করতে পারে না এমন পশুর কুরবানী জায়েয নয়। [জামে তিরমিযী: ১৪৯৭, সুনানে আবু দাউদ: ২৮০২, বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২১৪]

কুরবানীর জন্যে পশু ক্রয় বা নির্দিষ্ট করলে তা কুরবানীর পশু হিসেবে নির্ধারিত হয়ে যায়। এটা আর সাধারণ পশু থাকে না। ফলে এর থেকে উপকৃত হওয়া কিংবা কোন কাজে একে ব্যবহার করা যায় না।

সংশ্লিষ্ট মাসআলা

১. কুরবানীর পশুর দুধ পান করা

কুরবানীর পশুর দুধ পান করা যাবে না। অবশ্য পশুকে যদি খাবার নিজে এনে খাওয়ায় তাহলে এর থেকে তৈরি হওয়া দুধ সে খেতে পারবে। [ইলাউস সুনান: ১৭/২৭৭, রদ্দুল মুহতার: ৬/৩২৯, ফাতাওয়া কাযীখান: ৩/৩৫৪]

২. হালচাষ করলে বা আরোহন করলে

কুরবানীর পশু দিয়ে হালচাষ করা বা কুরবানীর পশুতে আরোহন করা জায়েয নয়। কেউ করলে সে পরিমাণ ভাড়া সাদাকা করে দিতে হবে।
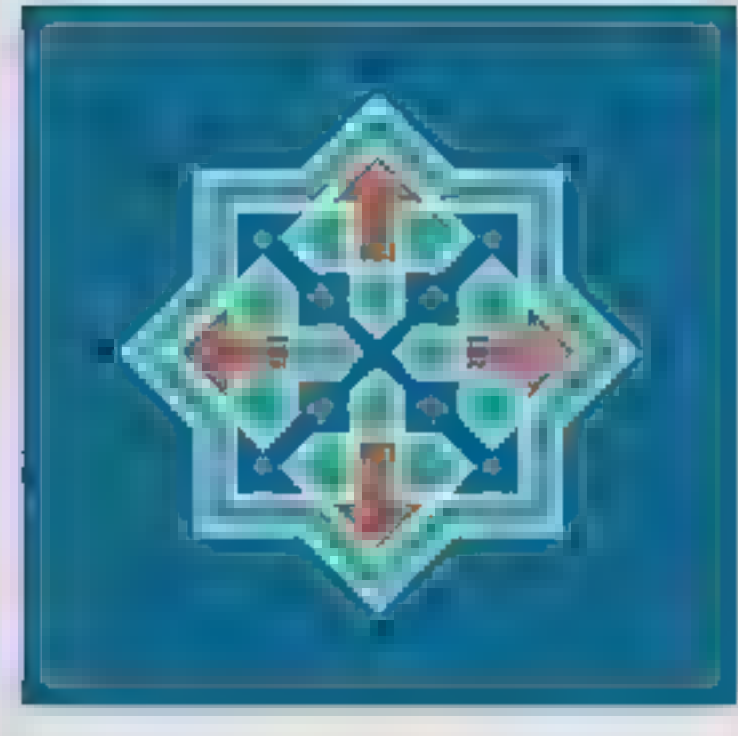
যিলহজ মাসের ১০ তারিখ থেকে ১২ তারিখ সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত মোট তিন দিন কুরবানীর সময়। [বাদায়েউস সানায়ে: ৪/১৯৮]

সংশ্লিষ্ট মাসআলা

১. প্রথম দিন কুরবানী করা উত্তম

প্রথম দিন কুরবানী করা অধিক উত্তম। এরপর দ্বিতীয় দিন, এরপর তৃতীয় দিন। [রদ্দুল মুহতার: ৬/৩১৬]

২. প্রথম দিন কখন কুরবানী করা যাবে

প্রথম দিন ঈদের সালাতের পর থেকে কুরবানী করা যাবে। ঈদের সালাতের আগে কুরবানী করা জায়েয নয়। অবশ্য বৃষ্টিবাদল বা অন্য কোনো কারণে যদি প্রথম দিন ঈদের সালাত না হয় তাহলে ঈদের সালাত আদায় পরিমাণ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর কুরবানী করা জায়েয। [সহীহ বুখারী: ৫৫৪৬, সহীহ মুসলিম: ১৯৬১, ফাতাওয়া কাযীখান: ৩/৩৪৪]

৩. কুরবানীদাতা ভিন্ন স্থানে থাকলে

কুরবানীদাতা এক স্থানে আর কুরবানীর পশু ভিন্ন স্থানে থাকলে কুরবানীদাতার ঈদের নামায পড়া বা না পড়া ধর্তব্য নয়; বরং পশু যে এলাকায় আছে ওই এলাকায় ঈদের জামাত হয়ে গেলে পশু জবাই করা যাবে। তেমনিভাবে কুরবানীদাতা এক দেশে, কুরবানীর পশু ভিন্ন দেশে হলেও পশু যেখানে আছে সেখানের সময় ও তারিখ অনুযায়ী কুরবানী করতে হবে। [আদ্দুররুল মুখতার: ৬/৩১৮, ফাতাওয়া রহীমিয়া: ১০/৪০]

৪. রাতে কুরবানী করা

১০ ও ১১ তারিখ দিবাগত রাতে কুরবানী করা যাবে। তবে রাতে আলোস্বল্পতার দরুণ জবাইয়ে ত্রুটি হতে পারে বিধায় রাতে জবাই না করাই ভালো। অবশ্য পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকলে রাতে জবাই করতে কোনো অসুবিধা নেই। [আদ্দুররুল মুখতার:

৫. নির্ধারিত সময়ে কুরবানী করতে না পারলে

কেউ যদি কুরবানীর দিনগুলোতে ওয়াজিব কুরবানী দিতে না পারে তাহলে কুরবানীর পশু ক্রয় না করে থাকলে তার উপর কুরবানীর উপযুক্ত একটি ছাগলের মূল্য সাদাকা করা ওয়াজিব। আর যদি পশু ক্রয় করে থাকে, কিন্তু কোনো কারণে কুরবানী দেওয়া হয়নি তাহলে ঐ পশু জীবিত সাদাকা করে দিবে। তবে যদি সে (সময়ের পরে) জবাই করে ফেলে তাহলে পুরো গোশত সাদাকা করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে গোশতের মূল্য যদি জীবিত পশুর চেয়ে কমে যায় তাহলে যে পরিমাণ মূল্য হ্রাস পাবে তা-ও সাদাকা করতে হবে। [বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২০২, ২০৪, আদ্দুররুল মুখতার: ৬/৩২০-৩২১]

জবাই করতে পারে এবং জবাই সংশ্লিষ্ট মাসআলা জানে এমন যে কোন মুসলিম ব্যক্তি কুরবানীর পশু জবাই করতে পারবে। কুরবানীদাতা যদি জবাই করতে জানে তাহলে কুরবানীর পশু নিজে জবাই করা উত্তম। তবে অন্যকে দিয়েও জবাই করাতে পারবে। এক্ষেত্রে কুরবানীদাতা জবাইস্থলে উপস্থিত থাকা উত্তম।
[বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২২২-২২৩]

সংশ্লিষ্ট মাসআলা

১. জবাইয়ের দুআ

জবাই করার সময় নিচের দুআটি পড়বে:

إِنِي وجهتُ وجهِيَ للذي فَطَرَ السماواتِ والأرضَ، على ملة إبراهيمَ حَنيفاً، وما أنا من المُشركينَ، إن صلاتي ونُسكي، ومحيايَ ومماتي لله ربِّ العالَمِينَ، لا شريكَ له، وبذلك أُمِرتُ وأنا مِن المُسلمين، اللّٰهُمَّ مِنكَ ولَكَ، باسم الله والله أكبر.

[সুনানে আবু দাউদ: ২৭৯৫]

তবে শুধু বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার বললেও জবাই শুদ্ধ হয়ে যাবে।

২. তাকবীর বলতে ভুলে গেলে

কেউ যদি কুরবানীর সময় বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার বলতে ভুলে যায়, তাহলেও কুরবানী হয়ে যাবে। কিন্তু ইচ্ছাকৃত ছাড়লে কুরবানী শুদ্ধ হবে না।

৩. জবাইয়ের সুন্নত তরীকা

জবাইকারী কিবলামুখী হয়ে জবাই করবে। পশুর মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে কিবলামুখী করে জবাই করবে। এভাবে জবাই করা সুন্নত। [সুনানে আবু দাউদ: ২৭৯২]

৪. একাধিক ব্যক্তি মিলে জবাই করা

একাকী যেমন জবাই করা যায়, জবাইর কাজে অন্য কারো সহযোগিতাও নেয়া যায়, সেক্ষেত্রে অবশ্যই সবাইকে জবাইয়ের আগে 'বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার' পড়তে হবে। যদি কোনো একজন না পড়ে তবে ওই কুরবানী সহীহ হবে না এবং জবাইকৃত পশুও হালাল হবে না। [রদ্দুল মুহতার: ৬/৩৩৪]

৫. নারীদের জবাই করা

কোন নারী যদি জবাই করতে সক্ষম হন তাহলে জবাই করতে কোন সমস্যা নেই।

৬. ছোট বাচ্চার জবাই করা

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ছোট বড়, পুরুষ বা মহিলা যেই জবাই করুক তা তোমরা খেতে পার। [আল ইসতিযকার: ১৫/২৩৪]

৭. পশুকে অতিরিক্ত কষ্ট না দেওয়া

পশু জবাই করার সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে যেন কম কষ্ট দিয়ে জবাই করা হয়। ধারালো অস্ত্র দ্বারা জবাই করবে যেন দ্রুত মারা যায়। আর যেসব কাজে পশুর কষ্ট বেশি হয় এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকবে। এক পশুর সামনে অন্য পশু জবাই করবে না। পশুর সামনে জবাইয়ের প্রস্তুতি নিবে না। শোয়ানোর পর ছুরি ধার দিবে না। জবাই করার পর পশু সম্পূর্ণ নিস্তেজ হওয়ার আগেই চামড়া খসাতে শুরু করবে না। জবাই সম্পন্ন হওয়ার পর শুধু শুধু পশুর গলায় খোঁচাখুঁচি করবে না। [বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২২৩]

৮. জবাইকারীকে পারিশ্রমিক দেওয়া

কুরবানীর পশু জবাই করে পারিশ্রমিক দেয়া-নেয়া জায়েয। তবে কুরবানীর পশুর কোনো অংশ পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া যাবে না। [কিফায়াতুল মুফতী: ৮/২৬৫]

কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করা উত্তম। একভাগ গরীব-মিসকীনকে এবং আরেক ভাগ আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীকে দিবে। আর একভাগ নিজের জন্যে রেখে দিবে। অবশ্য পুরো গোশত নিজের জন্যে রেখে দেয়াও জায়েয আছে। [মুআত্তা মুহাম্মাদ: ৬৩৫, বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২২৪]

সংশ্লিষ্ট মাসআলা

১. নিজের কুরবানীর গোশত খাওয়া

কুরবানীদাতার জন্য নিজ কুরবানীর গোশত খাওয়া মুস্তাহাব। [সূরা হজ: ২৮, সহীহ মুসলিম: ১২১৮]

২. কুরবানীর গোশত দিয়ে খানা শুরু করা

ঈদের দিন সম্ভব হলে সর্বপ্রথম নিজ কুরবানীর গোশত দিয়ে খানা শুরু করা সুন্নত। অর্থাৎ সকাল থেকে কিছু না খেয়ে প্রথমে কুরবানীর গোশত খাওয়া সুন্নত। এই সুন্নত শুধু ১০ যিলহজের জন্য। ১১ বা ১২ তারিখের গোশত দিয়ে খানা শুরু করা সুন্নত নয়। [আদ্দুররুল মুখতার: ২/১৭৬]

৩. কুরবানীর গোশত বিধর্মীকে দেওয়া

কুরবানীর গোশত হিন্দু ও অন্য ধর্মাবলম্বীকে দেওয়া জায়েয। [ইলাউস সুনান: ৭/২৮৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া: ৫/৩০০]

৪. বিয়ে, অলিমা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে কুরবানীর গোশত খাওয়ানো

কুরবানীর সময় যদি নিয়ত সঠিক থাকে অর্থাৎ কুরবানীর নিয়ত থাকে তাহলে সে গোশত বিয়ে অলিমা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে খাওয়ানো যাবে। কিন্তু কুরবানীর সময়ই যদি বিয়ে, অলিমা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে খাওয়ানোর নিয়ত থাকে তাহলে কুরবানী সহীহ হবে না।

৫. কুরবানীর গোশত জমিয়ে রাখা

কুরবানীর গোশত ফ্রিজে রাখা বা প্রক্রিয়াজাত করে রাখা জায়েয। তবে ব্যাপক অভাবের সময় এমনটি করা কাম্য নয়। [সহীহ মুসলিম: ১৯৭১, মুআত্তা মুহাম্মাদ: ৬৩৪, বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২২৪]

৬. জবাইকারীকে গোশত দেওয়া
জবাইকারী, কসাই বা কাজে সহযোগিতাকারীকে গোশত বা কুরবানীর পশুর কোনো কিছু পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া জায়েয হবে না। অবশ্য নির্ধারিত পারিশ্রমিক দেওয়ার পর পূর্বচুক্তি ছাড়া হাদিয়া হিসেবে গোশত বা তরকারী দেওয়া যাবে। [আদ্দুররুল মুখতার: ৬/৩২৮]

৭. কাজের লোককে কুরবানীর গোশত খাওয়ানো
কুরবানীর পশুর কোনো কিছু পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া জায়েয নয়। গোশতও পারিশ্রমিক হিসেবে কাজের লোককে দেওয়া যাবে না। অবশ্য এ সময় ঘরের অন্য সদস্যদের মতো কাজের লোকদেরকেও গোশত খাওয়ানো যাবে। [আহকামুল কুরআন, জাসসাস: ৩/২৩৭, বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২২৪]

৮. মান্নত ও অসিয়তের কুরবানীর গোশত
মান্নত এবং অসিয়তের কুরবানীর গোশত নিজে খাওয়া যাবে না। পরিবারও খেতে পারবে না। পুরোটা গরীব মিসকিনকে দান করে দিতে হবে।

কুরবানীর গোশত, চর্বি, চামড়া ইত্যাদি নিজে ব্যবহার করা যাবে এবং অন্যকে দেওয়াও যাবে। কিন্তু বিক্রি করা জায়েয নয়। বিক্রি করলে প্রাপ্ত মূল্য সাদাকা করে দিতে হবে। [ইলাউস সুনান: ১৭/২৫৯, বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২২৫]

সংশ্লিষ্ট মাসআলা

১. কুরবানীর পশুর হাড় বিক্রি
সাদাকার নিয়ত ছাড়া কুরবানীদাতার জন্য নিজ কুরবানীর কোনো কিছু, এমনকি হাড়ও বিক্রি করা জায়েয নয়। বিক্রি করলে মূল্য সাদাকা করে দিতে হবে। [বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২২৫, ফাতাওয়া কাযীখান: ৩/৩৫৪]

২. কুরবানীর চামড়া বিক্রি করা

কুরবানীর চামড়া কুরবানীদাতা নিজে ব্যবহার করতে পারবে, অন্য কাউকে দিতেও পারবে। তবে চামড়া বিক্রি করতে চাইলে মূল্য সাদাকা করে দেওয়ার নিয়তে বিক্রি করবে। সাদাকার নিয়ত না করে নিজের খরচের নিয়ত করা নাজায়েয ও গুনাহ। নিয়ত যা-ই হোক, বিক্রিলব্ধ অর্থ পুরোটাই সাদাকা করে দেওয়া জরুরি। [ফাতাওয়া হিন্দিয়া: ৫/৩০১, ফাতাওয়া কাযীখান: ৩/৩৫৪, আদ্দুররুল মুখতার: ৬/৩২৮]

৩. কসাইকে কুরবানীর চামড়া দেয়া

কসাইকে কুরবানীর চামড়া পারিশ্রমিক হিসেবে দেয়া যাবে না। তবে পারিশ্রমিক আলাদা দিয়ে চামড়া এমনি দিতে কোনো সমস্যা নেই।

এক কুরবানীর পশুতে আকীকা, হজের হাদির নিয়ত করা যাবে। এতে প্রত্যেকের নিয়তকৃত ইবাদত আদায় হয়ে যাবে। হজের হাদির নিয়তে কেউ শরীক হলে পশু হেরেম এলাকায়-ই জবাই করতে হবে। অন্যথায় হজের কুরবানী আদায় হবে না। [বাদায়েউস সানায়ে: ৪/২০৯, আলমাবসূত, সারাখসী: ৪/১৪৪]

সংশ্লিষ্ট মাসআলা

কুরবানীর পশুতে আকীকার অংশ

আকীকা ছাগল দিয়ে করা মুস্তাহাব। যথাসময়ে পৃথকভাবে তা আদায় করে নেয়া উচিৎ। অবশ্য কুরবানীর গরু, মহিষ ও উটে আকীকার নিয়তেও শরীক হতে পারবে। এতে কুরবানী ও আকীকা দুটোই সহীহ হবে। ছেলের জন্য দুই অংশ আর মেয়ের জন্য এক অংশ দিবে। আর শৈশবে আকীকা করা না হলে বড় হওয়ার পরও আকীকা করা যাবে। যার আকীকা সে নিজে এবং তার মা-বাবাও আকীকার গোশত খেতে পারবে। [ইলাউস সুনান: ১৭/১২৬]

কুরবানীর পশুতে আকীকা সহীহ হওয়ার বিষয়ে হযরত হাসান বাসরী, ইবনু সীরীন ও কাতাদা রাহিমাহুমুল্লাহ-র মত বিখ্যাত তিনজন তাবেয়ীর স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। [দেখুন, মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা: ২৪২৬৭, ২৪২৬৮; মুসান্নাফু আবদির রাযযাক: ৭৯৬৭]

সমসাময়িক কিছু বিষয়

১. বিশেষ পরিস্থিতিতে কুরবানী

বর্তমানে দেশে করোনা পরবর্তী দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে সংকটময় পরিস্থিতি চলছে, প্রচণ্ড দুরবস্থার মধ্য দিয়ে মানুষ জীবন অতিবাহিত করছে। এই বিশেষ মুহূর্তেও কুরবানী না করার সুযোগ নেই। কুরবানী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত, যা সামর্থ্যবানদের উপর আবশ্যক। অসহায়দের সাহায্যও গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ। তবে এর চেয়েও জরুরী হল, কুরবানী আদায় করা। উপরন্তু কুরবানী দ্বারাও অসহায়দের সহযোগিতা করা সম্ভব এবং তা হয়েও থাকে। অতএব যার উপর কুরবানী ওয়াজিব তাকে কুরবানী আদায় করতে হবে। এর সাথে সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যান্য দান সাদাকাও করবে। কিন্তু পরিস্থিতির অজুহাতে কিছুতেই ওয়াজিব কুরবানী বাদ দেওয়া যাবে না।

২. কুরবানীর টাকা দান করে দিলে কি কুরবানী আদায় হবে?

কুরবানী না করে টাকা দান করে দিলে কুরবানী আদায় হবে না। কুরবানী একটি স্বতন্ত্র ওয়াজিব ইবাদত। এখানে পশু জবাই করাটাই ইবাদত। পশু জবাই না করে এর মূল্য দান করার কোনো সুযোগ শরীয়তে নেই।

৩. অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কুরবানী

কোনো বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কুরবানী দিলেও কুরবানী আদায় হয়ে যাবে।

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ একটি অরাজনৈতিক দীনী গবেষণা ও দাওয়াতী প্রতিষ্ঠান। সালাফে সালেহীনের আদর্শে উজ্জীবিত, কুরআন-সুন্নাহর গভীর জ্ঞানে সমৃদ্ধ ও যুগচাহিদা সম্পর্কে সচেতন বিজ্ঞ আলেমদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। ১৪৪২ হিজরী সনে তা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ইলমে ওহীর আলো থেকে দূরে থাকা মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঈমানী চেতনা জাগ্রত করা, চিরসত্য ইসলামের সুন্দর ও কল্যাণকর শিক্ষার সঙ্গে মানুষকে পরিচিত করা, ইসলামের উপর আরোপিত অজ্ঞতাসুলভ আপত্তির সন্তোষজনক জবাব দেওয়া এবং আরবী ভাষায় গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা, হাদীসগ্রন্থসমূহের শাস্ত্রীয় মানসম্পন্ন টীকা-ভাষ্য, অনুবাদ প্রকাশ এবং বাংলাভাষী মুসলিমদের জন্য প্রয়োজনীয় দীনী বই-পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করা।

এ ছাড়াও এমন একদল যোগ্য দায়ী আলিম প্রস্তুত করা মুআসসাসা ইলমিয়্যাহর অন্যতম লক্ষ্য, যারা সমাজের প্রয়োজন ও যুগ-চাহিদা অনুধাবন করে ইসলামের সঠিক বার্তা জাতির সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন।

আলহামদুলিল্লাহ, এই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ শরীয়তের নীতি ও বিধান অনুযায়ী ইতোমধ্যেই সীমিত পরিসরে শিক্ষা ও দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছে। সর্বস্তরের মানুষের মাঝে দীনী সচেতনতা বিস্তারের লক্ষ্যে এর উন্মুক্ত দীন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ কর্তৃক অনলাইনে দীনের মৌলিক ও প্রয়োজনীয় বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের কোর্স, উন্মুক্ত দারসে হাদীস ও অনলাইন মুহাযারা-এর আয়োজন চলমান রয়েছে। এছাড়াও প্রয়োজনীয় আরবী-বাংলা পুস্তিকা ও গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে এর রচনা-গবেষণা বিভাগের পদচারণাও ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য ভিজিট করুন:

mibd.org

ইসলামী শিক্ষা, গবেষণা ও দাওয়াহর বিস্তৃত অঙ্গনে মুআসসাসা ইলমিয়্যাহর এ পথচলা যেন নিরবচ্ছিন্ন গতিশীল থাকে, সেজন্য সকলের আন্তরিক দুআ কাম্য।

আল্লাহ তাআলা মুআসসাসা ইলমিয়্যাহকে কবুল করে নিন এবং এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় আসবাব-উপকরণের ব্যবস্থা করে দিন। আমীন।

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ
(ইসলামী শিক্ষা, গবেষণা ও দাওয়াহ প্রতিষ্ঠান)

"আর আপনি
উপদেশ দিতে থাকুন,
কারণ নিশ্চয় উপদেশ
মুমিনদের উপকারে আসে"
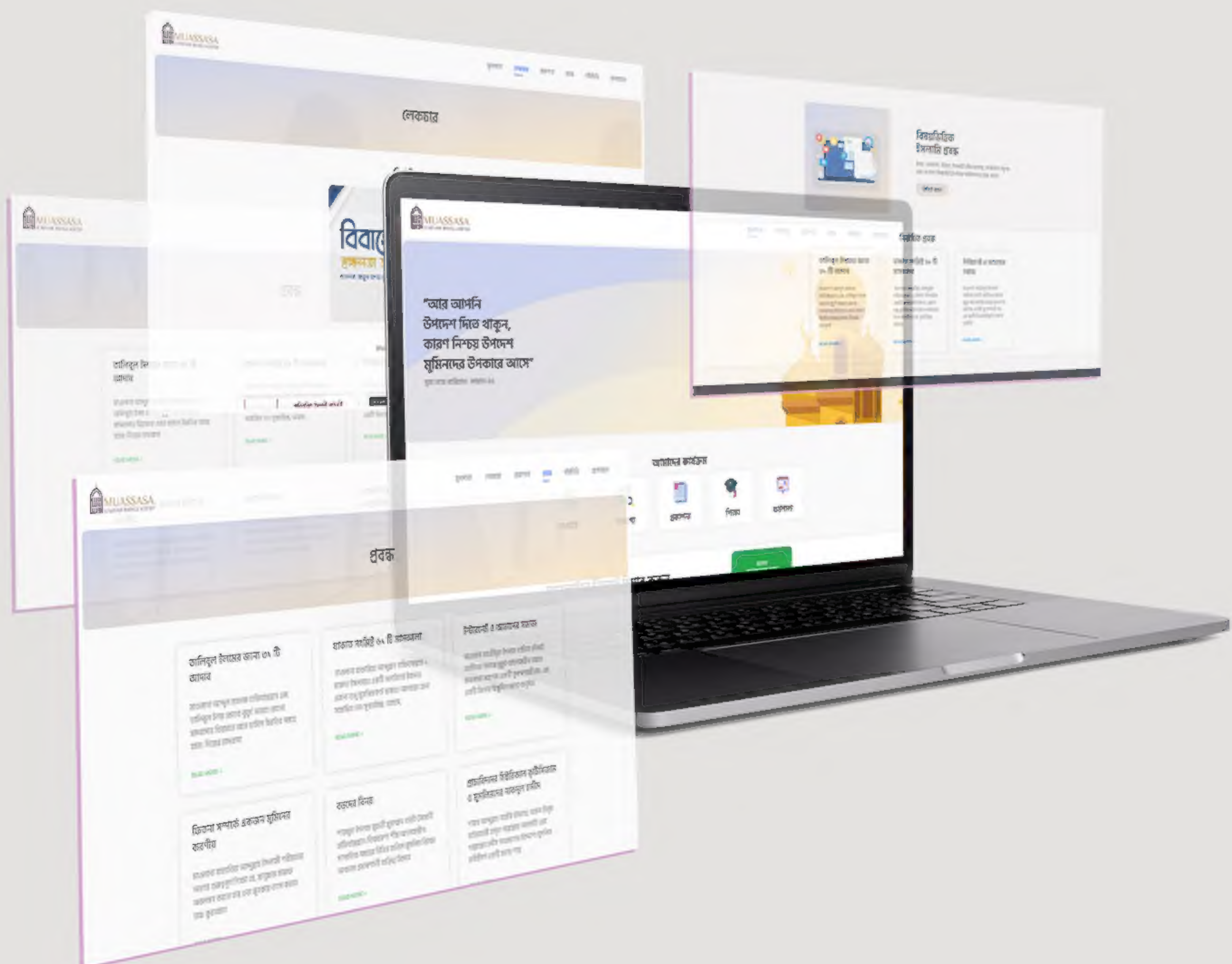
মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ

মোবাইল: +8801871-746798 (হোয়াটসঅ্যাপ)
+8801830-540520, +8801620-609456
ওয়েবসাইট: mibd.org
ফেসবুক: Fb/MuassasaIlmiyahbd